



335623 - ভাইরাস থেকে সুরক্ষামূলক পপিহি পরহিতি ব্যক্তি কভাবে ওয়ু ও নামায সম্পন্ন করবনে?

প্রশ্ন

পুরুষ ও নারী গোটো দহেকে আবৃতকারী পপিহি (সুরক্ষামূলক পোশাক) পরে ক নামায পড়তে পারবনে? য়ে ব্যক্তি পপিহি পরে আছনে তার ওয়ু ছুটে গলে তনি কভাবে পবতিরতা অর্জন করবনে; অথচ তার পক্ষ্যে পপিহি খলো সম্ভবপর নয়। বশিষেতঃ চকিৎসা সবোয় নযিক্ত ডাক্তারগণ?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

এক:

ভাইরাস থেকে সুরক্ষামূলক পোশাক পপিহি পরে নামায পড়তে কোন অসুবিধা নাই। এমনকি যদি সৈ পোশাক গোটো দহেকে ঢেকে রাখতে তবুও। যহেতু এ পোশাক পরহিতি মুসল্লির পক্ষ্যে মাটিতে নাক ও কপাল রাখা সম্ভবপর। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণতি হয়ছে তনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "আমি সাতটি হাড়েরে (অঙগরে) উপর সজেদা দতি আদষ্টি হয়ছে: কপালরে উপর, তনি হাত দয়ি নাকরে দকি ইশারা করলনে, দুই হাতরে উপর, দুই হাঁটুর উপর এবং দুই পায়রে অঙগুলরে অগ্রভাগরে উপর।"[সহি বুখারী (৮১২) ও সহি মুসলিম (৪৯০)]

ইবনে কুদামা (রহঃ) বলেন: "এ অঙগুলরের কোন অংশ সরাসরি (জমনি) স্পর্শ করা ওয়াজবি নয়।" কাযী বলেন: "যদি কটে পাগড়ীর প্যাঁচ, পাগড়ীর আঁচল কথিবা শামলার উপর সজেদা করে তাহলে তার নামায শুদ্ধ হব; এ ব্যাপারে একটাই রোয়ায়তে আছে। এটি ইমাম মালকে ও ইমাম আবু হানফির ও মাযহাব। এ ছাড়া গরমরে দনি ও শীতরে দনি কাপড়রে উপর সজেদা দয়ের অবকাশ আছে মরমে মত দয়িছেন: আতা, তাউস, নাখাঈ, শাবী, আওয়াঈ, মালকে, ইসহাক ও কয়্যাসপন্থীগণ।

পাগড়ীর প্যাঁচরে উপর সজেদা দয়ের মত দয়িছেন: হাসান বসরী, মাকহুল, আব্দুর রহমান বনি ইয়াযদি। শুরাইহ তাঁর টুপরি উপর সজেদা দয়িছেন।"[আল-মুগনী (১/৩০৫)]

শাইখ উছাইমীনকে এমন ব্যক্তির সম্পর্কে জিজ্ঞেসে করা হয়ছেলি যনি খুব বড় চশমা পরনে এবং তার পক্ষ্যে সাতটি অঙগরে উপর পরিপূর্ণভাবে সজেদা করা সম্ভব হয় না; কখনও নাক রাখার বপিত্তি ঘটতে।

জবাবে তনি বলেন: "যদি নাকরে অগ্রভাগ ভূমিতে রাখার ক্ষত্রে প্রতবিন্দক হয় তাহলে এমন সজেদা চলবে না। যহেতু



এক্ষত্রে চশমাটাই চহোরাক বহন করে। যহেতু চশমাটা নাকরে অগ্রভাগরে উপরে থাকে না। বরং চশমাটা থাকে চক্ষুদ্বয়রে সমান্তরালে। তাই সজেদা সহি হবো না। যো ব্যক্তি এমন কোন চশমা পরে আছেন যার কারণে তার নাক সজেদার স্থানে পৌঁছা বাধাগ্রস্ত হয় তার উচিত হবো সজেদার সময় চশমা খুলে ফেলো।"[মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ বনি উছাইমীন (১৩/১৮৬)]

নামাযে মুখ ঢেকে রাখা মাকরুহ। কনিতু প্রয়োজনরে প্রক্ষেতি এটি মাকরুহ হবো না।

"আল-শারহুল মুমতী"তে (২/১৯৩) বলা হয়েছে: মূলটেকেস্ট "মুখরে উপর ও নাকরে উপরে আচ্ছাদন": অর্থাৎ মুখরে উপর ও নাকরে উপর আচ্ছাদন দয়ো মাকরুহ। তা এভাবে যো রুমাল বা পাগড়ী মুখরে উপর বা নাকরে উপর রাখা। যহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযরত অবস্থায় পুরুষ লোককে মুখ ঢাকতে বারণ করছেন।[আবু দাউদ (৬৪৩), ইবনে মাজাহ (৯৬৬) তাদরে সুনান গ্রন্থে 'হাসান' সনদে বর্ণনা করছেন] এবং যহেতু এর কারণে অস্পষ্টতা সৃষ্টি হয়, তলোওয়াত ও যকিরিরে হরফগুলো স্পষ্ট হয় না। তবে এ বধিান থেকে বাদ যাবে কউে যদিহাই দয়োর সময় হাইকে প্রশমতি করার জন্য মুখ ঢাকে। এতে কোন অসুবিধা নাই। কনিতু কোন কারণ ছাড়া ঢাকলে সটো মাকরুহ। যদি নামাযীর পাশে কোন দুর্গন্ধকর কছি থাকে যা নামাযীকে নামায পড়তে কষ্ট দেয় এবং সো জন্য আচ্ছাদন পরার প্রয়োজন হয় তাহলে সটো জায়যে। যহেতু তা একটি প্রয়োজন। অনুরূপভাবে কারো যদি সর্দহি হয় এবং সো যদি মুখ না ঢাকে এতে করে তার এলার্জির সমস্যা হয়; সক্ষেত্রে এটাও একটি প্রয়োজন; যার প্রক্ষেতি মুখ আচ্ছাদতি করা বধি হবো।"[সমাপ্ত]

আরও জানতে দেখুন: [69855](#) নং প্রশ্নোত্তর।

দুই:

পপিহি পরে ওয়ু করতে কোন বাধা নহে; যদি পরধিানকারীর পক্ষে ওয়ুর অঙ্গগুলো ধৌত করা ও মাথা মাসহে করা সম্ভব হয়। এমনকি সটো যদি হাত দিয়ে পপিহি-এর ভেতরে পানি নিয়ে করতে পারনে তবুও। আর মজার উপরে মুকীম হলে একদিন একরাত সময়কাল পর্যন্ত এবং মুসাফির হলে তনিনদি তনিরাত পর্যন্ত মাসহে করা জায়যে।

ইমাম বুখারী (৩৬৩) ও ইমাম মুসলমি (২৭৪) মুগরি বনি শূবা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করনে যো, তনি বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সাথে এক সফরে ছলাম। তখন তনি বলেন: মুগরি, পাত্রটি নাও। আমি পাত্রটি নিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাঁটতে থাকলনে এক পর্যায়ে আমার থেকে আড়াল হয়ে গলেনে এবং নজিরে প্রাকৃতিকি প্রয়োজন পূরণ করলনে। তাঁর গায়ে ছিল একটি শামদশীয় জুব্বা। তনি জুব্বার হাতা দিয়ে হাত বরে করতে চাইলনে; কনিতু কষ্টকর হয়ে গেলে। শেষে তনি জুব্বার নীচ দিয়ে হাত বরে করনে। আমি তাকে পানি ঢলে দলাম। তনি নামাযরে জন্য ওয়ু করলনে এবং খুফ (চামড়ার মজা)-এর উপর মাসহে করলনে। এরপর নামায পড়লনে।"

সহি মুসলমিরে ভাষ্যে এসছে: "তাঁর গায়ে ছিল শামদশীয় জুব্বা; যটোর হাতা সংকীরণ থাকে।"

অতএব, যবে ব্যক্তির গায়ে পপিহি পরা থাকা সত্ত্বেও তার পক্ষ্যে ওয়ু করা সম্ভবপর হয় তাহলে কোনে অসুবিধা নাই। আর যার পক্ষ্যে ওয়ু করা সম্ভবপর নয় তাকে পবিত্রতা অর্জন করার জন্য পপিহি খুলে ফেলতে হবে। যদি খুলতে সমস্যা হয় ও কষ্টকর হয়; বিশেষতঃ যবে ডাক্তারদেরকে অধিকাংশ সময় পপিহি পরে থাকতে হয় তাদের জন্য যোহর ও এশার নামায একত্রে অগ্রমি কথিবা বলিম্বে আদায় করা জায়যে হবে। কোনে নামায একত্রে আদায় করা জায়যে হওয়ার কারণ হল: সমস্যা ও কষ্ট দূর করা; যমেনভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইস্তহিয়াগ্রস্তু নারীকে প্রত্যেকে ওয়াক্তরে নামাযের জন্য পবিত্রতা অর্জন করার কষ্টের কারণে একত্রে নামায আদায় করার অবকাশ দিচ্ছেনে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন: নামায কসর (রাকাত সংখ্যা হ্রাস) করার কারণ হল: সফর। তাই সফর ছাড়া নামায কসর করা জায়যে নয়। পক্ষ্যান্তরে, নামায একত্রে করার কারণ হল: প্রয়োজন ও ওজর। তাই যদি প্রয়োজন হয় তাহলে সংক্ষিপ্ত সফর হোক কথিবা দীর্ঘ সফর হোক নামায একত্রে করতে পারবে।

অনুরূপভাবে একত্রে করা হয় বৃষ্টির কারণে, রোগের কারণে এবং ইত্যাদি অন্যান্য কারণে। উদ্দেশ্য হচ্ছে- জটিলতা দূর করা।" [মাজমুউল ফাতাওয়া (২২/২৯৩) থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।